ইডিসি২০২০- সংক্ষিপ্ত মন্তব্য
মারিলিন হিডগার

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল: চলমান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি স্বত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন অভিজোযন নিয়ে বাংলাদেশে আরো অনেক কাজ করার আছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে হুমকির মুখে থাকা দেশগুলোর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মহল কাজ করছে। এছাড়াও শুরুর দিকে জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (নাপা) গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তখন (১৯৯৫) থেকেই বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ক বেশকিছু নীতিমালা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়নের মধ্যকার আন্ত:সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর জলবায়ু পরিবর্তন কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে সারাবিশ্বে একটি বিস্তীর্ণ সচেতনতা রয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) রয়েছে যা অভিযোজনের সার্বিক কর্মকাঠামো এবং কর্মপদ্ধতি স্থির করে। জলবায়ু বিষয়ক তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে অগ্রগতি দেখা যায়। এই তহবিল বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইউ) এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে।

অর্থায়ন, পরবীক্ষণ এবং পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা উন্নয়ন সহযোগী, বাংলাদেশ সরকার ও সুশীল সমাজের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তহবিল সংগ্রহের উৎস সুদৃঢ়করণ
নতুন স্থাপিত তহবিলের উৎসগুলো ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলোর সামগ্রীকতা ও সঠিক দিকে পরিচালনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। একদিকে গত তিনবছর যাবত জলবায়ু তহবিল নিয়ে সরকার এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যেকার দ্বন্ধ, অন্যদিকে এই তহবিল নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের অভাব নিয়ে দাতাগোষ্ঠী এবং বিশ্বব্যংকের মধ্যকার সংশয় প্রশমিত হয়েছে, ফলে এ সংক্রান্ত দুটো ট্রাস্ট ফান্ড তৈরী হয়েছে। একটি হল বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড-১০০মিলিয়ন ডলার) এবং অন্যটি বহুপক্ষীয় দাতাদের সহায়তায় গঠিত বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা তহবিল (বিসিসিআরএফ-১১০মিলিয়ন ডলার)। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বহুপক্ষীয় দাতাদের দুটি কর্মসূচি রয়েছে। এরমধ্যে একটি হল বিশ্বব্যংকের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা শীর্ষক পাইলট কর্মসূচি (পিপিসিআর) এর আওতায় গৃহীত দি বাংলাদেশ স্পেশাল প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রিলায়েন্স (১১০ মিলিয়ন ডলার)। দ্বিতীয়টি হল সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির (কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম-সিডিএমপি) দ্বিতীয় পর্যায়। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলী যুক্ত করে ৭০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে ২০১০ সালে সিডিএমপির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। প্রতিটি প্রকল্পের কর্মপদ্ধতি অনুদানের উৎসের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল । শুরুতে ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও একটি পর্যায়ের পর তহবিলগুলো একসাথে এবং একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিপূরক হিসেবে কাজ করে । এভাবে কাজ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বোঝাপাড়া নিশ্চিত করে সকল পক্ষের সম্মতি পেতে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লাগে।

মাঠপর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে কিভাবে এই তহবিলগুলোকে সংগতি রেখে আলাদা করা যাবে তা এখানো পরিস্কার নয়। কাজের মাধ্যমে শেখার এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ থাকা দরকার। পাশাপাশি একই পদ্ধতিতে কাজ করার মাধ্যমে খরচ কমানোর চেষ্টা থাকা জরুরী। বিভিন্ন তহবিলের উৎসগুলোর মধ্যে তুলনামূলভাবে সফলগুলোকে সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ করা উচিত যাতে করে ভালো কাজগুলো সবাইকে জানানো যায় এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কার্যকরভাবে বিনিয়োগ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের জন্য বর্তমান অঙ্গীকারগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তাই প্রথমিক পর্যায়েই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলো করে ফেলা দরকার।

পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যতার্থতা যাচাই (এমআরভি)
জলবায়ু তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে ২০১১ সালের মধ্যে একটি মাণদন্ড তৈরী করা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের উদ্যোগগুলিকে পরিবীক্ষণ করা যাবে। ইউএনএফসিসিসি এর নতুন এবং অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যতার্থতা যাচাইকরণ (এমআরভি) আলোচনার প্রেক্ষিতে জলবায়ু তহবিলের এমআরভি করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য এমআরভি অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। একত্রিত ভাবে ইইউ (সদস্য রাষ্ট্রসমূহ) এবং ইওরোপিয়ান কমিশন (ইসি) ফাস্ট স্টার্ট ফান্ডিং (এফএসএফ) এর প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশকে ফাস্ট স্টার্ট আখ্যা দিয়ে ইতিমধ্যে এই তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এফএসএফকে কিভাবে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটি নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলো চিন্তা করছে যা ইইউএনএফসিসিসির অন্যতম ভিত্তি “নতুন এবং অতিরিক্তি” বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়ে কত ধরনের ব্যাখা সম্ভব তা বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে। এগুলোর মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার যাতে করে বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতবাণী করা যায়।

উন্নয়ন সহযোগী সহ সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প সংক্রান্ত নথিপত্রের দুর্বলতা রয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতিরও অভাব রয়েছে। এপর্যন্ত কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার কোনো বিবরণ নেই। এই ধরণের তথ্য সংরক্ষণ এবং অনুমোদনের জন্য একটি সংস্থা থাকা প্রয়োজন (এ বিষয়ক গবেষণা সহ)। চলতি এফএসএফ প্রকল্পগুলো কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল সে বিষয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের আরো বেশি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন এবং নির্ধারিত মধ্যমেয়াদী অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য তাদের সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করা উচিত।

পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাঠামোগত ফোরাম (ইউএনএফসিসিসি) এর আলোচনায় বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন স্বল্পোন্নত দেশ এবং নৈতিক কণ্ঠ হিসেবে বাংলাদেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অতিরিক্ত অনুদান আশা করতে পারে এবং ইতোধ্যে তারা ইইউ ফাস্ট স্টার্ট ফান্ড (এফএসএফ) পেয়েছে। নিজস্ব ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল গঠনে সারা বিশ্বে নেতৃত্বের নজির স্থাপন করেছ । তথাপি, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সম্ভাব্য ব্যর্থতা এড়াতে এবং দাতাগোষ্ঠী যাতে তাদের জনগণের আস্থা বজায় রাখতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে এক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনাতে অর্থ ও সময়ের হিসাব অনুপস্থিত। অগ্রাধিকার নির্ধারিত থাকলে জলবায়ু তহবিলের বরাদ্দ এবং ফাস্ট স্টার্ট ফান্ড নিয়ে সরকার, সুশীল সমাজ এবং দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্ক কম হবে। পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক স্থানীয় সমন্বয়কারীদের বর্ধিত কার্যক্রম অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। পরিকল্পনা প্রণয়নের দুর্বলতা শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই রয়েছে তা নয়। প্রস্তুতিকালীন পর্বে সকল উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করার কারণে অনুদানের কার্যকরীতা যাচাইয়ের সময় বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দুর্বলতা ধরা পড়ে[1] । উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় (বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিকী এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে যুক্ত করার প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে।

এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণত বৈদেশিক সাহায্য পুরো চাহিদার একটি অংশ পূরণ করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (এডিপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করা হয়েছে[2] । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে পর্যালোচনায় অনুমান করা হয়েছে। বর্তমানে দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে জলবায়ু অনুদান হিসেবে (২৩০ মিলিয়ন ডলার) যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে তা এই সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

যথাযথ কর্মসুচি প্রণয়ন ও অর্থের কার্যকরী ব্যবহারের অদক্ষতা একটি বাড়তি সীমাবদ্ধতা যা সকল পক্ষকে প্রভাবিত করে। ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা সবার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালগুলোরও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। দাতাসংস্থা ও এনজিওদেরও কর্মসুচি প্রণয়নে দক্ষতার অভাব স্পষ্ট। সচেতনা বৃদ্ধির নানা ধরনের চেষ্টা সত্ত্বেও দক্ষতার অভাব এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের অর্থব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প মূল্যায়নের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তাই তারা নির্দিষ্ট ধরনের জলবায়ু পরিবর্তন বিনিয়োগের অর্থ এবং এর ঝুঁকির মাত্রা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে, যার ফলে ব্যংকের জন্য যথাযথ অর্থব্যবস্থাপনা সেবা তৈরি প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে[3] ।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রথম সারির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা একসাথে এগিয়ে এসে কাজ না করলে এই গতি কমে যাবার ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করাই এখন এই প্রচেষ্টার নতুন কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

নোট: নভেম্বর ২০১০ থেকে জানুয়ারী ২০১১ সময়কালীন বাস্তবায়িত ইডিসি ২০২০ প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত একটি কেসস্টাডি থেকে এই ব্রীফটির তথ্য নেয়া হয়েছে । এখানে প্রধানত দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে: প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি পর্যালোচনা এবং ওয়েবসাইট ভিত্তিক তথ্য। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ, দাতাগোষ্ঠী, নিতীনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এবং বাছাইকৃত এনজিও (বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান) এর প্রতিনিধিদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমেও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[1] পলিক্র্যাপ, সি (২০১০) গভার্নিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ। এ্যান এসেসমেন্ট অফ দ্যা গভার্নেন্স অফ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স এন্ড দ্যা প্যারিস ডিক্লারেশন অন এইড ইফেক্টিভনেস। এ রিপোর্ট প্রিপারেড ফর দ্যা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস ফ্যাসিলিটি, অক্টোবর ২০১০।

[2] হক,এ.কে. এ্যান এ্যাসেসমেন্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন দ্যা এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এডিপি) অফ বাংলাদেশ ১৫-১১-০৯।

[3] এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনারস ২০১০। এ স্ট্রাটেজি টু এনগেইজ দ্যা প্রাইভেট সেক্টর ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন ইন বাংলাদেশ। প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন। সেপ্টেম্বর ২০১০।

EDC2020

EUROPEAN DEVELOPMENT CO-OPERATION TO 2020

European Association of
Development Research and
Training Institutes (EADI)
Kaiser-Friedrich-Strasse 11
53113 Bonn
Germany

Tel.: (+49) 228 . 2 61 81 01
Fax: (+49) 228 . 2 61 81 03
www.eadi.org

Over the next decade, Europe's development policies will have to act on a combination of old and new domestic issues and substantial changes in the global landscape. Change in Europe's internal architecture – with implications for development policy – takes place in times of wide-ranging global shifts, and at a time when questions of European identity loom large in national debates. A key questions is: How will the EU, how will "Brussels" and the member states be working together on common problems? Global challenges include three issues increasingly facing EU's development policy agenda:

- The emergence of new substantial actors in international development,
- The linkage between energy security, democracy and development and
- The impact of climate change on development.

Public and policy-making debates need to be informed about future options and their likely effects; and decisions need to be based on good research and sound evidence. EDC2020 seeks "to improve EU policy-makers' and other societal actors' shared understanding of the above named emerging challenges facing EU development policy and external action." EDC2020 will contribute to this shared understanding by promoting interaction across research and policy-making, aiming at establishing links to share perspectives across different arenas, and mutual learning. To this aim, EDC2020 will provide policy-oriented publications, a shared project website and high-level European policy forums.

The three-year consortium project EDC2020 is funded by the 7th Framework Programme of the European Union. More information about our the EDC2020 project can be found at **www.edc2020.eu**

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Project funded under the Socio-economic Sciences and Humanities theme

EADI

d·i·e
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

German Development Institute

FRIDE
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DIÁLOGO EXTERIOR

IDS Institute of Development Studies

SID
Society for International Development

odi
Overseas Development Institute